রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ৩০, ২০১০

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ আষাঢ় ১৪১৭/২৯ জুন ২০১০

এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০১০।– ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮১ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা "ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**–বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়–

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;

(২) **"আইন"** অর্থ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নম্বর আইন);

(৩) **"জেলা কমিটি"** অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি;

(৪) **"তহবিল"** অর্থ পরিষদের তহবিল এবং জেলা কমিটির তহবিল;

(৫) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোন ধারা;

(৬) **"পরিষদ"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ;

(৭) **"ফরম"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন ফরম;

(৮) **"ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য"** অর্থ ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য; এবং

(৯) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **পরিষদ তহবিল এর ব্যয় এবং পরিচালনা**।–(১) ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে, উপ-ধারা (৪) এর বিধান এবং পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, ধারা ৮ এ উল্লিখিত পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যয়;

(খ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক, কর্মশালা, টক-শো, ইত্যাদি আয়োজনের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয়;

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র নির্মাণ, পোস্টার লিফলেট প্রস্তুত, টানানো ও বিতরণসহ বিভিন্ন ধরনের বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয়;

(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয়;

(ঙ) ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ড সরেজমিনে তদারকি, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয়;

(চ) অধিদপ্তরের পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়;

(ছ) ল্যাবরেটরী পরীক্ষা, উহার ধরন অনুসারে, করিতে বা করাইতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে বা গবেষণাগারে নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিতে পারিবে;

(জ) সভায় উপস্থিতির জন্য পরিষদের সদস্যদের বরাবরে প্রদত্ত সম্মানী;

(ঝ) জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান ও জেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে, সরকারি নিয়ম-নীতি অনুসরণক্রমে, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান ;

(ঞ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, পরিষদ সদস্য এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বিদেশে প্রশিক্ষণ, সফর, সভা, সেমিনার বা কর্মশালায়, সরকারের নিয়ম-নীতি অনুসরণক্রমে, অংশগ্রহণজনিত ব্যয় ;

(ট) তহবিল পরিচালনার জন্য যে কোন নির্বাহী ব্যয় ; এবং

(ঠ) পরিষদ কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত যে কোন ব্যয়।

(২) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ উহার চেয়ারম্যান ও পরিষদের সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে এবং তাঁহারা উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৪। **জেলা কমিটির তহবিল** ।—পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা কমিটির তহবিলে জমা হইবে।

৫। **জেলা কমিটির তহবিল এর ব্যয় এবং পরিচালনা।**—(১) ধারা ১১ এর বিধান অনুসারে জেলা কমিটি উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে উহার তহবিলে রক্ষিত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

(২) জেলা কমিটির পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

(৩) ল্যাবরেটরী পরীক্ষা, উহার ধরন অনুসারে, করিতে বা করাইতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে বা গবেষণাগারে নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিতে পারিবে।

(৪) প্রবিধান ৩ এ উল্লিখিত খাতসমূহের মধ্যে জেলা কমিটির জন্য প্রযোজ্য এইরূপ খাতে পরিষদের ন্যায় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ব্যয় নির্বাহের পূর্বে পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) ব্যতীত জেলা কমিটির অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় উহার তহবিল হইতে, সময়ে সময়ে, নির্বাহ করা হইবে এবং উক্তরূপ ব্যয় সংক্রান্ত একটি ত্রৈমাসিক বিবরণী পরিষদের নিকট পেশ করিবে।

(৬) জেলা কমিটির সভাপতি ও জেলা কমিটির সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে, পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত জেলা কমিটির তহবিল এর অর্থ উত্তোলন করা যাইবে এবং তাঁহারা উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য জেলা কমিটি ও পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬। **পরিষদ এর তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরী।**—(১) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত খাতে পরিষদের সচিব পরিষদ তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরীর আদেশ জারী করিতে পারিবেন এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থ একাউন্ট পেইয়ী চেক বা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(২) পরিষদ হইতে অর্থ মঞ্জুরী গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা, উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থের ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য পরিষদের সচিবের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং পরিষদের সচিব পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৭। **পরিষদ এবং জেলা কমিটির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) পরিষদের সচিবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তহবিলের যাবতীয় হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) পরিষদ তহবিল এর যাবতীয় অর্থের ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিষদের সচিব এর নিকট দায়ী থাকিবেন এবং পরিষদের সচিব পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(ক) পরিষদ তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী "ফরম-ক" অনুসারে করিতে হইবে এবং ধারা ১৬ এর অধীন হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষার কাজে সহায়তার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি, তথ্য, ভাউচার, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এ সংক্রান্ত একটি পৃথক রেজিস্টারে সকল তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত খাতে অর্থ ব্যয়ের জন্য কোন কর্মকর্তার বরাবরে অর্থ বরাদ্দ করা হইলে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রত্যয়নসহ পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর পেশ করিবেন এবং তিনি সেই প্রত্যয়নে অনুস্বাক্ষর করিবেন;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদের তহবিলের হিসাব বিবরণী "ফরম-খ" অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করিবেন এবং পরিষদের সচিব উক্ত বিবরণী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করিবেন;

(ঘ) প্রবিধান ৩ এ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থের অব্যয়িত হিসাব, যদি থাকে, প্রতি বৎসর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে অর্থ বরাদ্দকৃত কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) পরিষদের সচিব এবং তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি অর্থ বৎসর শেষে পরিষদ তহবিল এর ক্যাশ বহি ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করিবেন;

(চ) পরিষদ তহবিল এর অর্থ ব্যয়ের জন্য "ফরম-ক" অনুসারে জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী রেজিস্টার পরিষদের সচিবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) জেলা কমিটির সভাপতির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে জেলা কমিটির সচিব তহবিলের যাবতীয় হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(ক) জেলা কমিটির তহবিলের যাবতীয় অর্থের ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা কমিটির সচিব জেলা কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন এবং জেলা কমিটি পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে;

(খ) জেলা কমিটির তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী "ফরম-ক" অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ধারা ১৬ এর অধীন হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষার কাজে সহায়তার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি, তথ্য, ভাউচার, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এ সংক্রান্ত একটি পৃথক রেজিস্টারে সকল তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(গ) জেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা কমিটির তহবিলের হিসাব বিবরণী "ফরম-খ" অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করিবে এবং পরিষদের সচিব উক্ত বিবরণী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা কমিটি উহায় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত উহার সভায় উপস্থাপন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি, আপত্তি থাকিলে, উহাসহ, পরিষদের নিকট দাখিল করিবে;

(ঘ) জেলা কমিটির সচিব প্রতি অর্থ বৎসর শেষে জেলা কমিটির তহবিল এর ক্যাশ বহি ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করিবেন;

(ঙ) প্রবিধান ৫ এ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থের অব্যয়িত হিসাব (যদি থাকে) প্রতি বৎসর ১৫ জুন তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করিতে হইবে;

(চ) জেলা কমিটির তহবিল এর অর্থ ব্যয়ের জন্য "ফরম-ক" অনুসারে জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী রেজিস্টার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা কমিটির সচিব সংরক্ষণ করিবেন।

৮। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী শ্রেণীবিন্যাস**।—(১) পরিষদ ও জেলা কমিটি কর্তৃক সকল আয় ও ব্যয় পৃথক হিসাবের খাতে বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) প্রবিধান ৩ এবং ৫ এ উল্লিখিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্ধারিত অর্থের হিসাব পৃথকভাবে যথাযথ হিসাবের খাতে নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৯। **বাজেট**।—(১) ধারা ১৫ এর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা কমিটি উহার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহার যথার্থতা উল্লেখপূর্বক, সরকারের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে, পরিষদের নিকট প্রতি বৎসর পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পেশ করিবে।

(২) পরিষদ উক্তরূপ চাহিত অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া ধারা ১৫ অনুসারে সরকারের নিকট পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পেশ করিবে।

১০। **বাজেট বিবরণী**।—পরিষদ উহার বাজেটের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত বিবরণীসমূহ সংযুক্ত করিবে, যথাঃ—

(ক) নিয়মিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের নাম ও পদের তালিকা, তাঁহাদের বেতন ও বেতনক্রম এবং বেতন-ভাতা বাবদ বার্ষিক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং উহার সম্ভাব্য ব্যয় ও অর্থ বৎসর শেষের উদ্বৃত্তের বিবরণী ;

(গ) কোন অর্থ বৎসরের বাজেটের নতুন খাতে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হইলে উহার যৌক্তিকতাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ;

(ঘ) চলতি অর্থ বৎসর এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরে কোন ব্যয়ের খাতে ব্যয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে উহার কারণ সম্বলিত ব্যাখ্যা ;

(ঙ) সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের, যদি প্রয়োজন হয়, যৌক্তিকতাসহ উহার পরিমাণ।

১১। **বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি**।—বাজেট বিবরণীতে ধারা ১৫ অনুসারে সম্ভাব্য প্রাপ্য আয়ের এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১২। **বাজেট অনুমোদনের জন্য বিশেষ সভা**।—অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী ৩০ জুন তারিখের মধ্যে পরিষদের বাজেট উহার একটি বিশেষ সভা কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদনপূর্বক তাহার অনুলিপি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৩। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ধারা ১৬ এর বিধান মোতাবেক পরিষদ যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান মোতাবেক পরিষদের তহবিলের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটি যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(৪) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর জেলা কমিটির তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি পরিষদ ও জেলা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জেলা কমিটি সকল রেকর্ড, দলিল ও কাগজপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং জেলা কমিটির যে কোন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

"ফরম-ক"

[প্রবিধান ৭(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

(পরিষদ তহবিল/জেলা কমিটির তহবিল এর জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী)

(ক) জমার বিবরণী					(খ) খরচের বিবরণী			
তারিখ	অর্থ প্রাপ্তির উৎসের বিবরণী	ব্যাংক ড্রাফট/ চেক নং, ব্যাংক ও শাখার নাম এবং তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	খরচ খাতের বিবরণী	ব্যাংক ড্রাফট/ চেক নং, ব্যাংক ও শাখার নাম এবং তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	টাকার পরিমাণ	পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	মোট প্রাপ্ত টাকা				মোট খরচ			
	প্রারম্ভিক মোট				সমাপ্তি জের			
	সর্বমোট				সর্বমোট			

পরিষদ/জেলা কমিটি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পরিষদের সচিব/জেলা কমিটির সভাপতি এর স্বাক্ষর

"ফরম-খ"
[প্রবিধান ৭(৩)(গ) দ্রষ্টব্য]
(পরিষদের তহবিলের/জেলা কমিটির হিসাব বিবরণী)

তিন মাসের নাম ঃ [সুনির্দিষ্টভাবে সময়কাল উল্লেখ করিতে হইবে]
বৎসর ঃ

প্রারম্ভিক জের	তিন মাসে মোট প্রাপ্তি (খাতওয়ারী) [সময়কাল উল্লেখ করিতে হইবে]	মোট অর্থ	তিন মাসে মোট ব্যয় (খাতওয়ারী)	তিন মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (খাতওয়ারী)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ জেলা কমিটির সচিব এর স্বাক্ষর	

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এর আদেশক্রমে,

মোঃ আবুল হোসেন মিঞা
মহাপরিচালক
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও
সচিব
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd